কে মুসলিম?

মওলানাদের কান্ড!

২২ জানুয়ারী ৩৩ মুক্তিসন।

(১৯৫৩ সালে মওলানারা জনগণকে আহমদিদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিলে লাহোরে এক সর্বনাশা রক্তাক্ত দাঙ্গায় দু'দিনের মধ্যে প্রায় পনেরো থেকে বিশ হাজার আহমদি খুন হন। এই সর্বনাশের মূলে ছিল মওদুদির লেখা উত্তেজক প্রবন্ধ এই অভিযোগে মৌদুদিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, পরে তিনি খালাস পান। যাহোক, তখন আহমদিদের অমুসলিম ঘোষনা করার দাবী ওঠে। যেহেতু কাউকে অমুসলিম ঘোষনা করতে হলে মুসলিম কাকে বলে তা জানা দরকার, তাই প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস মুনিরের সাথে জাষ্টিস কায়ানিকে নিয়ে সরকার এক তদন্ত কমিশন বসান, তার নাম - Court of Inquiry, constituted under the Punjab Act II of 1954 to enquire into the Punjab disturbances of 1953. মুসলিম কাকে বলে, তা নিয়ে এই কমিশন পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ৭ জন মওলানার সাথে প্রায় তিন বছর ধরে টানা হ্যাঁচড়ার পর যে রিপোর্ট দাখিল করেন, নীচে তার সারাংশ দেয়া হল। লক্ষনীয় যে সাধারণভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সগুলোর মত এখানেও ইসলামের এই ধ্বজাধারীরা একজনও বাঙ্গালী মওলানাকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি, যদিও তখন ভারতীয় মুসলমানের শতকরা ৩৯ জনই ছিলেন বাঙ্গালী। এই মওলানারা হলেনঃ-

১। মওলানা আবুল হাসনাৎ সৈয়দ মোঃ আহমাদ কাদরি, জামিয়াতুল ওলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি,
২। মওলানা আহমদ আলি, জামিয়াতুল ওলামায়ে ইসলাম-এর সভাপতি,
৩। মওলানা মওদুদি, জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন (?) সভাপতি, ,
৪। মুফতি মোঃ ইদ্রিস, জামি-আশরাফিয়া লাহোর ও জামিয়াতুল ওলামায়ে পাকিস্তানের সদস্য,
৫। মওলানা দাউদ গজনভী, জামাত-এ আহ্‌লে হাদিস প্রতিষ্ঠানের সভাপতি,
৬। মওলানা আবদুল হালিম কাশিমি, জামিয়াতুল ওলামায়ে ইসলাম, পাঞ্জাব
৭। জনাব ইব্রাহিম আলী চিশতি।

এবারে সারাংশ, দেখুন মওলানাদের কান্ড! মুসলমান কে, এই মৌলিক সজ্ঞা দিতে গিয়ে যাঁরা ব্যর্থ হন, মুরতাদ ও মৃত্যুদন্ড ছাড়া কিছু বোঝেন না, সেই রাজনৈতিক ইসলাম বাংলাদেশে এখন শান্তিপ্রিয় আহমদিদের রক্তপান করে ‘‘ইসলাম বাঁচানো’’র জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।)

জন্মসুত্রে আহমদি না হইয়া নিজে হইতে আহমদি (কাদিয়ানি) হইয়া গেলে ডঃ জাফরুল্লাহকে এই হিসাবে অবশ্যই কতল করিতে হয়। এবং কতল করিতে হয় দেওবন্দি ও ওহাবি-দিগকেও, যাহার মধ্যে আছেন দেওবন্দি-সদস্য মওলানা মুহাম্মদ শাফি' দেওবন্দি যিনি পাকিস্তান-সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট তালিমাত-ই-ইসলাম বোর্ডের সদস্য। আরও কতল করিতে হয় মওলানা দাউদ গজনবীকেও, যদি এই রকম ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান হন মওলানা আবুল হাসনাত সাইদ মোঃ কাদরি, অথবা মির্জা রাজা আহমাদ খান বেরিলভি অথবা অগণিত উলামাদের কেহ একজন যাহারা চমৎকার ফতোয়া এক্স-ডি-ই-১৪-এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। এবং যদি মওলানা মোঃ শাফি' দেওবন্দি এই রাষ্ট্রের প্রধান হন, তবে যাহারা দেওবন্দি-দিগকে কাফির ঘোষনা করিয়াছে তাহাদিগকে তিনি ইসলাম হইতে বাহির করিয়া দিবেন এবং মুরতাদ সংজ্ঞার যোগ্য হইলে তাহাদিগকে মৃত্যুদন্ড দিবেন।

তদন্তকালে প্রশ্ন করা হয় যে, যাহা দ্বারা শিয়াদিগকে (ইথনা আশা'রি দিগকে) কাফির ও মুরতাদ ঘোষনা করা হইয়াছে, দেওবন্দিদের দেওয়া সেই এক্স-ডি-ই ফতোয়া কতখানি শুদ্ধ। দেওবন্দ-প্রতিষ্ঠানের দলিলে ইহা অনুসন্ধান করিয়া মওলানা শাফি' উক্ত ফতোয়ার একটি কপি পান, যাহাতে তিনি এবং দারুল উলুমের শিক্ষকগন সই করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে যাহারা হজরত আবুবকরের সাহাবি হওয়ার এবং হজরত আয়েশার

মর্যাদার বিরোধিতা করেন তাহারা কোরাণের বিরোধী ও কাফের। এই বিষয়ে যিনি পড়াশুনা করিয়াছেন ও ইহার উপরে জ্ঞান রাখেন, সেই ইব্রাহিম আলী চিশতি-ও এই মতবাদ সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন যে শিয়ারা কাফের কারণ তাহারা মনে করে যে হজরত আলী-ও নবী ছিলেন। কোন সুন্নি যদি শিয়া হইয়া যায় তবে মুরতাদ হইবার জন্য তাহার মৃত্যুদন্ড হইবে কি না এ প্রশ্নের জবাব তিনি দেন নাই।

(মিথ্যা কথা, সম্পুর্ণ নির্লজ্জ মিথ্যা কথা। শিয়াদের অত্যন্ত ছোট্ট একটা অংশ এটা মনে করে কিন্তু ইথনা আশা'রি অর্থাৎ শিয়াদের প্রধান অংশ তাদের সম্পুর্ণ বিরোধী এবং তাদের অভিশম্পাত করে। শিয়াদের দু'টো প্রধান কেতাব, হাদিস আল্ কাফি আর নাহ্জুল বালাগা (হজরত আলীর বক্তৃতা-কর্মকান্ডের সংকলন) একথা প্রমাণ করে। আখেরাত শুধু আলীমুল গায়েবই জানেন কিন্তু ওইসব মিথ্যাকথা বিশ্বাস করলে জন্য আখেরাতে বোধহয় আমাদের খবর আছে, আর মওলানা চিশতির মত লোকদের জন্য কিছু উত্তপ্ত খবর আছে। সুরা হজ্ব আয়াত ৩০, "তোমরা মিথ্যা কথা হইতে দুরে থাক"। নীচে কথাটাও মিথ্যা। - ফতেমোল্লা)।

শিয়া সম্প্রদায়ের মতে সব সুন্নীরা কাফের। সকলেই মনে করেন যে স্বতন্ত্র চিন্তাবিদগন এবং আহলে কোরাণ (যাঁহারা মনে করেন হাদিস মানা ফরজ নহে কারণ হাদিস নির্ভরযোগ্য নহে), তাহারা কাফের।

সারকথা হইল এই যে, শিয়া-সুন্নী-দেওবন্দী-বেরিলভি-অথবা আহলে হাদিস কেহই মুসলমান নহেন। যদি ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতা ইহাদের কাহারও হাতে থাকে, তবে কাহারও বিশ্বাসে পরিবর্তন হইলে {অর্থাৎ কেউ সেই ক্ষমতাবানের "ইসলাম" থেকে অন্য "কাফের-ইসলাম"(?) -এ গেলে-ফতেমোল্লা} ইসলামী রাষ্ট্র অবশ্যই তাহাকে মৃত্যুদন্ড দিবে। "মুসলমান কাহাকে বলে" এই প্রশ্নের জবাবে যেহেতু আমাদের সামনে কোন দুইজন মওলানাই একমত হইতে পারেন নাই, কাজেই ইহাদের কেহ ক্ষমতায় গেলে ফলাফল কি ভয়াবহ হইবে তাহা বুঝা কঠিন নহে। যদি মওলানাদের সংজ্ঞাগুলি মানিয়া লওয়া যায় তবে যে কাউকেই অসংখ্য কারণে মুরতাদ হইবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাইবে।